AS-SUNNAI
Health Care

ছবিতে জাদু

পাথর, পুতুল, তালার জাদুর বিবরণ

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে: রাক্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464

সূচিপত্র

হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ৩

অনুবাদ প্রসঙ্গে ৪

পর্ব ১: ছবিতে জাদু

১ ছবিতে জাদু — প্রথম অংশ ৬

২ ছবিতে জাদু — দ্বিতীয় ভাগ ২৩

৩ ছবিতে জাদু — শেষ অংশ ৪১

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি ৫৬

..... ৫৭

শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ৫৮

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

> বিকাশ / নগদ: +8801313-882464
> ইসলামী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট: 2050 115 67 00438103
> নাম: Md. Mosharrof Hossain
> শাখা: পাবনা (Pabna) · কোড: 115 · রাউটিং: 125761787

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

এটি শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী রচিত আরবি গ্রন্থ **«أسحار في صور»**-এর সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের। এই অনুবাদ মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয় — সূত্র হিসেবে ব্যবহারের সময় মূল আরবি গ্রন্থটিই নির্ভরযোগ্য।

উপস্থাপনার নীতি

- সম্পূর্ণ অনুবাদ, সংক্ষেপ নয়। লেখকের প্রতিটি বক্তব্য, দলিল ও নির্দেশনা বাক্যে-বাক্যে অনূদিত; কোনো অংশ সারসংক্ষেপে পরিণত করা হয়নি।
- কুরআনের আয়াত মূল আরবিসহ, সূরার নাম ও আয়াত-নম্বরসহ, এরপর বাংলা অর্থ।
- হাদীস ও উদ্ধৃতি মূল আরবিসহ, মূল গ্রন্থে দেওয়া তাখরীজসহ, তারপর বাংলা।
- ফতোয়া ও অন্যের বক্তব্য — বক্তার নাম ও মূল গ্রন্থে দেওয়া উৎস অক্ষুণ্ণ।

অনুবাদ-পদ্ধতি ও যাচাই

মূল PDF-এর ভেতরকার টেক্সট-স্তর ত্রুটিপূর্ণ, তাই অনুবাদের সময় তা ব্যবহার করা হয়নি; প্রতিটি পৃষ্ঠার উচ্চ-রেজল্যুশন চিত্র থেকে সরাসরি পাঠ করা হয়েছে। মূল গ্রন্থে কোনো অসংগতি বা ছাপার ভুল ধরা পড়লে তা নীরবে সংশোধন বা নীরবে বহন — কোনোটিই করা হয়নি; সেগুলো আলাদা যাচাই-তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে।

পর্ব ১

ছবিতে জাদু

১ ছবিতে জাদু — প্রথম অংশ
২ ছবিতে জাদু — দ্বিতীয় ভাগ
৩ ছবিতে জাদু — শেষ অংশ

ছবিতে জাদু – প্রথম অংশ

ভূমিকা, পাথর ও ছেঁড়া শিকল, সমুদ্রতীরের পুতুল-জাদু, তাবিজ-বেষ্টনী, পুঁতে রাখা জাদু

প্রকাশনা-তথ্য ও ফিহরিসা (فهرسة)

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

কিং ফাহদ জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রকাশনাকালীন ফিহরিস্ত

স্বত্ব: খালিদ ইবরাহীম আল-হিবশী, ১৪৩৩ হিজরি।

আল-হিবশী, খালিদ ইবরাহীম — **أسحار في صور** / খালিদ ইবরাহীম আল-হিবশী।

৪৮ পৃষ্ঠা; ১৫×২১ সেমি।

ISBN (ردمك): 978-603-00-9907-8।

বিষয়-শিরোনাম: ১- জাদু (السحر) ২- ইসলাম ও জাদু (الإسلام والسحر) ক- গ্রন্থ-শিরোনাম।

ডিউই শ্রেণিসংখ্যা: ২৫৯.৭৭ — ৪০০৮ / ১৪৩৩।

জমা-নম্বর (رقم الإيداع): ৪০০৮ / ১৪৩৩।

প্রথম সংস্করণ (**الطبعة الأولى**) — ১৪৩৩ হিজরি / ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই গ্রন্থের নিজস্ব চিন্তাভাবনা স্থানান্তর করা, কিংবা গ্রন্থটির কোনো অংশ বা অংশবিশেষ ছাপানো, কোনো তথ্য-সংরক্ষণ ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করা, অথবা যেকোনো আকারে বা যেকোনো মাধ্যমে — তা

াড়



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

> পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

এই পৃষ্ঠাটি মূল গ্রন্থে সম্পূর্ণ শূন্য — কোনো লেখা বা ছবি নেই।

উৎসর্গ (إهداء)

প্রত্যেক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি, প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তির প্রতি, এবং প্রত্যেক রোগী ও জাদুগ্রস্ত মানুষের প্রতি — আমি উৎসর্গ করছি এই ছবিগুলো, যেগুলো সেই দুর্ভোগ ও ট্র্যাজেডির আকার ফুটিয়ে তোলে যা মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং যা ছড়াতে সাহায্য করেছে বিদ্বেষপরায়ণ লোকেরা ও জাদুকরেরা।

এ এমন এক উৎসর্গ যার মূল্য ফিরিয়ে দিতে হয় — এ উৎসর্গ তাঁদের ঘাড়ে একটি দায় হয়ে থাকল, যাঁরা আমার এই পুস্তিকা পড়েছেন এবং যাঁদের হাতে জাদু বন্ধ করার ও জাদুকরদের হাত চেপে ধরার ক্ষমতা রয়েছে; তাঁরা যেন এই উৎসর্গের ঋণ শোধ করেন এক সুন্দর তোড়ায়, যা প্রত্যেক জাদুগ্রস্ত পুরুষ ও নারী লাভ করবে — আর তা হলো জাদুর প্রতিবাদ করা এবং সেই হাজারো মানুষকে উদ্ধারে সচেষ্ট হওয়া, যারা একের পর এক জাদুর জাহান্নাম ও তার লেলিহান শিখায় ঝরে পড়ছে।

আর উৎসর্গ তাঁদের প্রতি, যাঁরা জাদুর যন্ত্রণা ভোগ করছেন — তাঁদের অবস্থা ও দুর্দশা ব্যাখ্যা করার জন্য সেইসব মানুষের সামনে, যারা তাঁদের কথা বিশ্বাসই করে না; বিশ্বাস করে না তাঁরা কী ভোগ করছেন তাঁদের জীবনে, ঘুমে, জাগরণে ও জীবিকায়, জাদুকরদের কষ্টদানে এবং তাঁদের উপর শয়তানদের আধিপত্যে। হয়তো যিনি এ গ্রন্থ দেখবেন ও পড়বেন, তিনি তাঁদের অবস্থার প্রতি দয়াপরবশ হবেন এবং অগোচরে তাঁদের জন্য দোয়া করবেন।

شفاكم الله

> আল্লাহ আপনাদের আরোগ্য দান করুন।

এই পৃষ্ঠাটি মূল গ্রন্থে সম্পূর্ণ শূন্য — কোনো লেখা বা ছবি নেই।

ভূমিকা (مقدمة)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক; আর সীমালঙ্ঘন কেবল যালিমদের বিরুদ্ধেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই — তিনি অধিপতি, সত্য, সুস্পষ্ট। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ শ্রেষ্ঠ রাসূল; আল্লাহ তাঁর উপর সালাত ও বরকত বর্ষণ করুন।

অতঃপর, এটি একটি সচিত্র পুস্তিকা, যার দ্বারা আমি আমার নিজের জন্য এবং যিনিই এটি দেখবেন — সুস্থ হোন বা রোগী — তাঁর জন্য কল্যাণের নিয়্যত করেছি। এর ভাঁজে ভাঁজে এমন ছবি আছে, যা আমাদের প্রিয় দেশে ও ইসলামি ভূখণ্ডগুলোতে হাজার হাজার মুসলিম যে দুর্ভোগের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন, তার বাস্তব রূপ বর্ণনা করে।

জাদু ধাপে ধাপে ছড়িয়েছে — বহিরাগত লোকজনের আধিক্যের মাধ্যমে, আর সেইসব জাদু-চ্যানেলের মাধ্যমে যেগুলো দিন-রাত নিজেদের বিষ ছড়িয়ে যাচ্ছে সেসব হৃদয়ে, যেগুলো একসময় তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু নশ্বর দুনিয়া, ক্ষণস্থায়ী ভোগ, মিথ্যা প্রবৃত্তি আর ছিন্ন আশার বিনিময়ে সেগুলো বদলে গেছে ও পাল্টে গেছে। এমনকি তাদের কেউ কেউ নিজের আত্মীয়স্বজন, নিজের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও নিজের কর্মচারীদের উপর জাদু করা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে; বরং তা গড়িয়েছে পুরুষ কর্তৃক নারীদের উপর জাদু করা পর্যন্ত — তাদেরকে যিনা ও অশ্লীলতায় ফেলার জন্য; আর নারী কর্তৃক পুরুষদের উপর জাদু করা পর্যন্তও — অর্থ ও প্রতিপত্তির লোভে তাদের শিকার বানানোর জন্য; কিংবা স্বামীদের উপর জাদু করা পর্যন্ত। আর এসবই হচ্ছে এ বিষয়ের ভয়াবহতার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ ছাড়াই — অথচ এটি কুফর ও শিরক, এবং এর কর্তা জাহান্নামে।

এ কারণেই আমি আহ্বান জানাচ্ছি প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে, যিনি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-র সাক্ষ্য উচ্চারণ করেন — তিনি যেন তাঁর নিদ্রা ও গাফিলতি থেকে জেগে ওঠেন, হাতা গুটিয়ে নামেন, নিজের জিহ্বাকে মুক্ত করেন, নিজের কলম শাণিত করেন এবং নিজের প্রভাব ও ক্ষমতা কাজে লাগান সেই জাদুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, যা বহু মুসলিমের ক্ষতি করেছে। সব মজলিসে তারা যেন এ থেকে সতর্ক করেন, এবং অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে বহু মানুষের মন থেকে সংশয় দূর করেন — সেসব মানুষ, যারা জাদু ও তার ক্ষতি স্বীকারই করে না, এবং যারা জাদুকে তার নিজের নাম ছাড়া অন্য নামে ডাকে।

জাদুর বিরুদ্ধে লেখকের আহ্বান

- [ ] নিদ্রা ও গাফিলতি থেকে জেগে ওঠা
- [ ] হাতা গুটিয়ে নামা
- [ ] নিজের জিহ্বাকে মুক্ত করা
- [ ] নিজের কলম শাণিত করা
- [ ] নিজের প্রভাব ও ক্ষমতা কাজে লাগানো
- [ ] সব মজলিসে জাদু থেকে সতর্ক করা
- [ ] অকাট্য যুক্তি-প্রমাণে মানুষের সংশয় দূর করা

ভূমিকায় যিনি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-র সাক্ষ্য উচ্চারণ করেন, তাঁর প্রতি

তাদের কেউ একে বলে "হাতের কৌশল" (خفة يد), কেউ বলে "শিল্প ও দৃষ্টিবিভ্রম" (فن وخدع بصرية), আর কেউ বলে এটি হালাল। এসব কথা কেবল তাদের কাছ থেকেই আসে, যারা তাওহীদ শেখেনি এবং জাদুর সেই প্রকৃত স্বরূপ জানে না, যা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন, যা সম্পর্কে মুস্তাফা ﷺ সংবাদ দিয়েছেন — তাঁর উপর শ্রেষ্ঠ সালাত ও সালাম — যা সাহাবীগণ ও তাবিয়ীগণ বুঝেছেন, এবং যে বিষয়ে মুসলিম উলামায়ে কিরাম ফতোয়া দিয়েছেন।

জাদুকে অন্য নামে ডাকা

জাদুকে তার নিজের নাম ছাড়া অন্য নামে ডাকা

কেউ বলে হাতের কৌশল	কেউ বলে শিল্প ও দৃষ্টিবিভ্রম	কেউ বলে এটি হালাল
লেখকের কথা এসব আসে তাদের কাছ থেকে, যারা তাওহীদ শেখেনি	লেখকের কথা তারা জাদুর প্রকৃত স্বরূপ জানে না	

ভূমিকায় বর্ণিত

এই ছবিগুলো আমি রেখেছি — আর এগুলো ছাড়াও আরও আছে — যাতে প্রত্যেক জাদুকরের জন্য শিক্ষা হয় যে, আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সফল করেন না; এবং প্রত্যেক দীর্ঘ রোগে আক্রান্ত রোগীর জন্য শিক্ষা হয় যে, একমাত্র আল্লাহই আরোগ্যদাতা, আর জাদুর চিকিৎসা হয় কুরআন দিয়ে এবং বৈধ ওষুধ দিয়ে; জাদু খুলতে জাদুকরের কাছে যাওয়ার দ্বারা নয়। এটি হারাম, এমন কাজ করা জায়েয নয়; আর যিনি জাদু দিয়ে জাদু খোলার ফতোয়া দিয়েছেন, তিনি ভুল করেছেন।

ছবিগুলো রাখার উদ্দেশ্য

বিষয়	লেখকের কথা
প্রত্যেক জাদুকর	আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সফল করেন না
দীর্ঘ রোগে আক্রান্ত রোগী	একমাত্র আল্লাহই আরোগ্যদাতা
জাদুর চিকিৎসা	কুরআন দিয়ে এবং বৈধ ওষুধ দিয়ে
জাদু খুলতে জাদুকরের কাছে যাওয়া	হারাম; এমন কাজ করা জায়েয নয়
জাদু দিয়ে জাদু খোলার ফতোয়া	লেখকের মতে, যিনি দিয়েছেন তিনি ভুল করেছেন

ভূমিকায় লেখকের বক্তব্য

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন প্রত্যেক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির উপর থেকে জাদু খুলে দেন।

লিখেছেন: শাইখ খালিদ আল-হিবশী (الشيخ خالد الحبشي : كتبه)

এই অংশের ঘটনা-সূচি

- [ ] একটি মেয়ের দেহ থেকে বেরিয়ে আসা পাথর ও ছেঁড়া শিকল
- [ ] সমুদ্রতীরে পাওয়া পুতুল-জাদু
- [ ] জাদুকরি চুম্বক-আংটির কাহিনি
- [ ] একটি তাবিজ-বেষ্টনীর কাহিনি
- [ ] পুঁতে রাখা জাদু
- [ ] ‘আর গিরায় ফুঁক-দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে’
- [ ] তার ও পেরেক
- [ ] এক গৃহকর্মীর জাদু — পুতুল ও মূর্তিতে

অধ্যায়ের শিরোনাম অনুযায়ী ক্রম

একটি মেয়ের দেহ থেকে বেরিয়ে আসা পাথর ও ছেঁড়া শিকল (حجر وسلسلة مقطعة تخرج من فتاة)

জীবনের শুরুর দিকে থাকা এক তরুণী তার পেটের ব্যথার অভিযোগ করছিল এবং রুকইয়াহ শরইয়্যাহ-র আশ্রয় নেয়। তাতে স্পষ্ট হয় যে, তার উপর শক্তিশালী জাদু রয়েছে, যা বাস্তবায়ন করছে দুর্দান্ত অবাধ্য জিনদের একটি দল।

সে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে নামে; আল্লাহর কাছে ও সূরা বাকারার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে — সে প্রতিদিন সাত বার তা পড়ত। রুকইয়াহ-র সময় সেসব আয়াতেও সে বিশেষভাবে প্রভাবিত হতো, যেগুলোতে শিকলের উল্লেখ আছে, যেমন—

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ

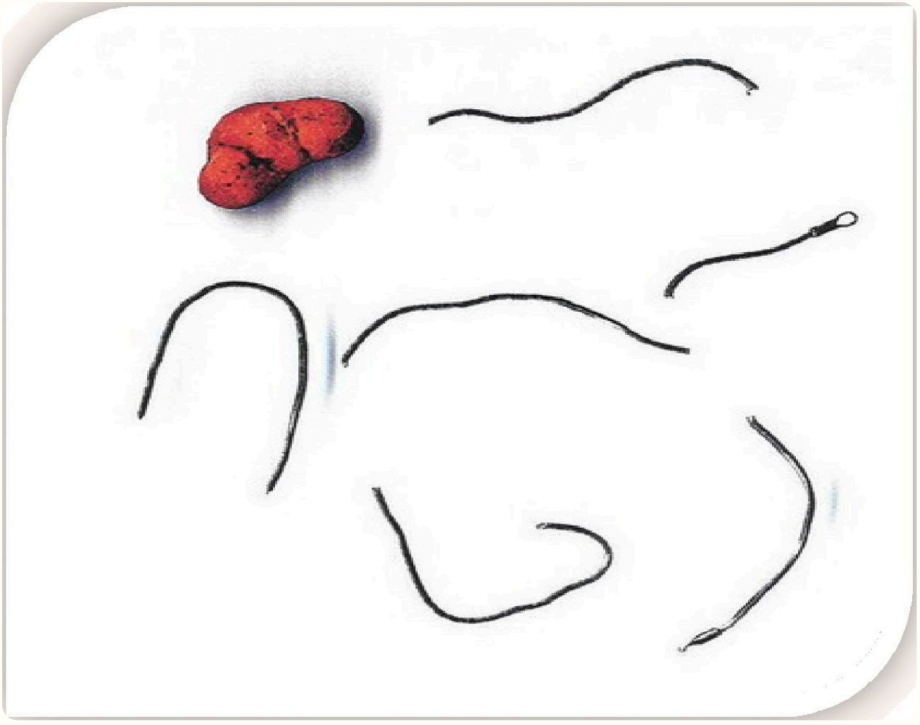
"অতঃপর একটি শিকলে..." (সূরা আল-হাক্কাহ)

وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ

"আর শিকলসমূহে — তাদেরকে টেনে নেওয়া হবে।" (সূরা গাফির)

— এবং এ ধরনের আয়াত। তখন সে অনুভব করত, ভেতরে কিছু একটা ছিঁড়ে যাচ্ছে; এরপর তার বমি-বমি ভাব ও বমির প্রবল ইচ্ছা হতো, আর তার ভেতর থেকে সেসব জিনিসের কিছু বেরিয়ে আসত যা আপনারা দেখছেন — একটি ছেঁড়া শিকল, এবং আগ্নেয়গিরির পাথরের মতো একটি পাথর।

এই ছবিটি সেসবের একটি অংশমাত্র, যা চিকিৎসার চার মাস ধরে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল। সে সত্য স্বপ্ন দেখত যে, সে আরোগ্য লাভ করবে; আর দেখত কী কী বেরিয়ে আসছে ও কী কী তার পেটে বাকি আছে — যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দিলেন। সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই।



সমুদ্রতীরে পাওয়া পুতুল-জাদু (سحر تماثيل عند البحر)

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

"তাঁর ব্যাপার তো কেবল এই যে, তিনি যখন কিছু চান, তখন তাকে বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।" — সূরা ইয়াসীন: ৮২





আল্লাহর কত অনুগ্রহই না রয়েছে তাঁর বান্দাদের উপর! প্রত্যেক সেই ব্যক্তির উদ্দেশে, যিনি জাদুতে আক্রান্ত হয়েছেন এবং আরোগ্য থেকে হতাশ হয়ে পড়েছেন, বারবার চিকিৎসা ও উপায়-অবলম্বনে ক্লান্ত হয়ে নিরাশ হয়েছেন; আর প্রত্যেক সেই ব্যক্তির উদ্দেশে, যিনি বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ সঙ্গে আছেন এবং তাঁর সাহায্য আসবে — বিলম্বে হলেও — আমি এই ঘটনাটি বর্ণনা করছি; মহান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন প্রত্যেক বিপদগ্রস্ত ও পরীক্ষিত ব্যক্তিকে অবিচল রাখেন এবং তাকে ধৈর্য ও স্রষ্টার প্রতি সুধারণা দান করেন।

ছবিটির দিকে ভালো করে মনোযোগ দিয়ে তাকান, তারপর তার আশ্চর্য কাহিনিটি পড়ুন।

১৪২১ হিজরির ৩০ রমযান, আসরের দারসের পর মসজিদের এক প্রতিবেশী আমার কাছে এলেন সালাম দিতে এবং এক আশ্চর্য খবর জানাতে। তিনি বললেন: হে শাইখ খালিদ! গতকাল আমি ও আমার পরিবার সমুদ্রে গিয়েছিলাম সমুদ্রতীরে ইফতার করার জন্য — রমযানের শেষ দিনটিকে বিদায় জানাতে, এই ভেবে যে সেটিই হবে শেষ রাত।

সূর্যাস্তের কিছু আগে আমার সন্তানেরা দৌড়ে আমার কাছে এল; তাদের সঙ্গে ছিল বহন করে আনা একটি জিনিস। প্রথমে যে পৌঁছাল, সে বলল: আব্বা! আমরা বালু নিয়ে খেলছিলাম এবং বালুতে খুঁড়ছিলাম, তখন আমরা এই জিনিসটি পেলাম, যা শিশুদের খেলার পুতুলের মতো দেখতে।

তিনি বললেন: আমি যেই না সেটি দেখলাম এবং ভালো করে লক্ষ করলাম, বুঝে ফেললাম এটি পুঁতে রাখা জাদু। তখন আমি তাদের সঙ্গে উঠে গেলাম সেই জায়গায়, যেখানে তারা জাদুটি পেয়েছিল, এবং দ্রুততা, ব্যাকুলতা ও দোয়াসহ সেই জায়গার চারপাশে খোঁড়া শুরু করলাম। হঠাৎ আমার ছোট ছেলেদের একজন বলে উঠল: আমি আরেকটি পুতুল পেয়েছি! আমি তাদের বললাম: আরও খোঁজো। মুহূর্ত কয়েক যেতে না যেতেই আমরা তৃতীয় একটি পুতুল পেলাম।

আমরা এখানেই থামিনি; বরং খুঁজেছি আর খুঁজেছি, এমনকি একই এলাকায় একটি বড় গর্ত খুঁড়ে ফেলেছি — যতক্ষণ না আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে আর কিছু নেই।

তখন আমি তাঁর কথা থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম: এই পুতুলগুলো এখন কোথায়? আপনি সেগুলো নিয়ে কী করলেন?

তিনি বললেন: সেগুলো বাড়িতে আছে। আমি ব্যাকুল হয়ে তাঁকে বললাম: যান, দ্রুত সেগুলো আমার কাছে নিয়ে আসুন। তিনি গেলেন, আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই আকৃতিগুলো — যেগুলো আপনারা দেখছেন — আমার সামনে ও আমার হাতে।

এক স্তব্ধতার মুহূর্ত পেয়ে বসল উপস্থিত সবাইকে... আর এক অশ্রুবিন্দু আমার গলা চেপে ধরল, আমি তা আটকে রাখলাম... কারণ আমি নিজের হাতে জাদুর দিকে তাকিয়ে আছি... পুঁতে রাখা জাদু, আর তা সেই প্রকারের, যা শয়তানেরা পাহারা দেয়।

এ ছিল মোম দিয়ে তৈরি পুতুলের সমন্বয়ে গড়া জাদু, যার ভেতরে ছিল টিন-সীসা। প্রতিটি পুতুলের উপর ছিল একজন নারীর ছবি; একটি পুতুলে নারীর চোখের উপর সুচ গেঁথে দেওয়া হয়েছিল, আর সব কটি পুতুলেই মাথায় দুটি করে সুচ, পায়ে ও হাতে, সামনে ও পেছনে সুচ গাঁথা হয়েছিল। প্রতিটি পুতুলের উপর একটি করে কাগজ রাখা হয়েছিল, যাতে তারা তিলিসম লিখে রেখেছিল; আর সেগুলোকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত গোটা দেহ জুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে রেখেছিল।

আমি খুব প্রভাবিত হলাম; বারবার তাকাচ্ছিলাম আল্লাহর বান্দাদের প্রতি তাঁর রহমতের প্রশস্ততার দিকে... আর ভাবছিলাম নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতার কথা।

কোনো সৃষ্টির নেই ক্ষমতা, কোনো সৃষ্টির নেই কোনো উপায়, কোনো সৃষ্টির নেই কোনো শক্তি — আল্লাহ ছাড়া।

আমি তাকাই আর নিজেকে সম্বোধন করে বলি: রমযান মাসের শেষ দিন ও শেষ রাত, সূর্যাস্ত ঘনিয়ে এসেছে, আর আগামীকাল ঈদের দিন... আনন্দময় ঈদ... এমন ঈদ, যেদিন মানুষ খুশি হয় এবং তাদের উপর আনন্দ নেমে আসে... আর আল্লাহ জাল্লা জালালুহু চাইছেন, ঈদের রাতে এই অসহায় নারীটিকে আরোগ্যের অনুগ্রহ দিতে...

মহান প্রভু চাইছেন আমাদের সবাইকে শেখাতে যে, তিনিই একটি ছোট্ট শিশুকে সেই মাধ্যম বানিয়েছেন, যে পুঁতে রাখা ও পাহারা-দেওয়া জাদুটি বের করে আনল... পবিত্র সেই সত্তা, যিনি উপায়সমূহের স্রষ্টা! হয়তো রোগিণী দোয়া করেছিলেন ও আন্তরিক হয়েছিলেন, কিংবা কেউ অগোচরে তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন; ফলে আল্লাহ শিশুটিকে অধীন করে দিলেন জাদুটিকে তার জায়গা থেকে বের করে আনার জন্য, এবং চাইলেন জাদুটি আমাদের কাছেই আসুক — কোনো ভণ্ড বা জাদুকরের হাতে যেন না পড়ে।

আল্লাহ আমাদের শেখাতে চান যে, আমরা যেন কেবল তাঁর সঙ্গেই আমাদের হৃদয় বাঁধি... আমরা যেন কোনো রাকীর সঙ্গে হৃদয় না বাঁধি এই ভেবে যে, আরোগ্য তাঁর কাছে বা উপকার তাঁর হাতে; বরং যেন শিখি — রাকী তো চিকিৎসার ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত উপায়গুলোর একটি উপায় মাত্র।

আর যেন শিক্ষা নেয় সেই বহু মানুষ, যাদের তাওহীদ দুর্বল হয়ে পড়েছে, ধৈর্য কমে গেছে, অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে, যারা ধ্বংসাত্মক ফতোয়া আঁকড়ে ধরেছে এবং নিজেদের জাদু বাতিল করতে জাদুকরদের কাছে গেছে — তারা যেন জানে, সব বিষয় একমাত্র আল্লাহরই হাতে।

সমুদ্রতীরের ঘটনা: লেখকের শিক্ষা

করুন	করবেন না
✓ কেবল আল্লাহর সঙ্গেই হৃদয় বাঁধা	✗ আরোগ্য রাকীর হাতে ভেবে তাঁর সঙ্গে হৃদয় বাঁধা
✓ রাকী শরীয়তসম্মত উপায়ের একটি মাত্র	✗ ধ্বংসাত্মক ফতোয়া আঁকড়ে ধরা
✓ ধৈর্য ও স্রষ্টার প্রতি সুধারণা	✗ জাদু বাতিলে জাদুকরদের কাছে যাওয়া

লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী; সব বিষয় একমাত্র আল্লাহর হাতে

اللهم اهلك السحرة أجمعين وابطل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت إنك على كل شيء قدير

হে আল্লাহ! সমস্ত জাদুকরকে ধ্বংস করে দিন এবং তাদের জাদু বাতিল করে দিন — তা যেখানেই থাকুক এবং যেভাবেই থাকুক। নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

জাদুকরি চুম্বক-আংটির কাহিনি (قصة خاتم المغناطيس السحري)

এটি একটি জাদুর আংটির কাহিনি, যা তৈরি হয়েছে চুম্বক-পাথরের একটি নগ দিয়ে; তাতে খোদাই করা আছে জাদুর লেখা ও প্রতীক — যেমনটি দৃশ্যমান।





এই আংটিটি লুকিয়ে রাখা ছিল এমন এক ব্যক্তির কাছে, যার দ্বারা তার এক আত্মীয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল — কারণ সে তার কাজ থেকে অকেজো হয়ে পড়েছিল এবং জীবিকা উপার্জনে কষ্টে পড়েছিল। শেষে সেই দিনটি এল, যেদিন তার সংকল্প তাকে জাগিয়ে তুলল; সে খুঁজতে শুরু করল, এমনকি এই আংটিটি পেয়ে গেল এবং সেটি নিয়ে আমাদের কাছে এল।

দেখা গেল, এটি চুম্বক-পাথরের তৈরি — লোহাকে সজোরে টেনে ধরে। আর জাদুকরদের কাছে এর বিশেষ গুরুত্ব ও চাহিদা রয়েছে।

আংটির মালিক যেই না তার আংটি হারাল, সে পাগলপ্রায় হয়ে গেল এবং ডানে-বাঁয়ে খুঁজতে লাগল; শেষে আমাদের সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করল: "তুমি কি এখানে কিছু পেয়েছ?" সে কোনো জবাব দিল না, কেবল তার দিকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকাল।

AS-SUNNAH Health Care www.assunnahealth.com

এর কিছুকাল পরে খবর এল যে, আংটিটি বাড়িতে রাখা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে, যাতে সে কাজ থেকে অকেজো হয়ে পড়ে। সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহর — সে কর্মবিরতির পর আবার কাজে ফিরে গেছে।



একটি তাবিজ-বেষ্টনীর কাহিনি (قصة حجاب)

কতই না আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনি এমন অদ্ভুত হিজাব (তাবিজ-বেষ্টনী) দেখবেন, যার ভেতরে অসংখ্য তামীমা (তাবিজ) ভরা থাকে! আর আশ্চর্যের কথা হলো, এগুলো থাকে শিক্ষিত ও সমাজে মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের কাছে — কেউ সন্দেহও করে না বা ভাবতেও পারে না যে, এ ধরনের মানুষ তাদের জীবনে এসব জিনিস ব্যবহার করে।



ছবির নিচে মূল ক্যাপশন: হায়েনার চামড়া, যার ভেতরে তামীমা (جلد الضبع وبداخله تميمة)



ছবির নিচে মূল ক্যাপশন: সেলাই করা তামীমাগুলোর সংগ্রহ (مجموعة التمائم المخيطة)

এই হিজাবটি হলো পরস্পর লাগোয়া ও পরস্পরে যুক্ত তামীমার সমষ্টি — সংখ্যায় ২২টি তামীমা, যেগুলো সেলাই করে এক টুকরো কাপড়ে বসানো হয়েছে বেল্টের আকারে; তা পরা হয় ও কোমরে বাঁধা হয়। এগুলো — তাদের দাবি অনুযায়ী — সব কিছু থেকে রক্ষার জন্য এবং সব কিছু হাসিলের জন্য তামীমা। এর উপরে রয়েছে এক টুকরো চামড়া, যা যাচাইয়ের পর আমার ধারণা হায়েনার চামড়া।

এই হিজাবটি ছিল এমন এক ব্যক্তির, যে মনের প্রিয় সব কিছু, নেতৃত্ব ও মর্যাদা কামনা করত — কিন্তু জাদু ও ভণ্ডামির পথে; ইস্তিকামাত, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও দোয়ার পথে নয়। এর মন্দ পরিণাম হলো, এই হিজাব এবং অন্যান্য আংটি ও তিলিসম তার অসুস্থতা ও পঙ্গুত্বের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি শিরক থেকে, শিরকপন্থীদের থেকে, এর পথগুলো থেকে, এর পরিণতি থেকে এবং এর দুনিয়াবি ও আখিরাতের সমাপ্তি থেকে নিরাপত্তা।



كل هذه حجة على من صنعها ولبسها ... أهذه الوريقات تدفع بلاءً

أو تجلب نفعاً ... أإله مع الله تعالى الله عما يشركون

এসব কিছুই সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ, যে এগুলো বানিয়েছে ও পরেছে... এই কাগজের টুকরোগুলো কি কোনো বিপদ দূর করতে পারে, নাকি কোনো উপকার এনে দিতে পারে?... আল্লাহর সঙ্গে কি আর কোনো ইলাহ আছে? তারা যা শরিক করে, আল্লাহ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে।

পুঁতে রাখা জাদু (سحر مدفون)

এটি একটি পুঁতে রাখা জাদুর ছবি, যা পেয়েছিলেন সেই রোগিণী, যিনি রুকইয়াহ শরইয়্যাহ-র জন্য আমাদের কাছে নিয়মিত আসতেন।

নেহাত অল্প নয় এমন একটি সময়ের পর এবং অনুসন্ধানের পর সেই নারী এই জাদুটি বাড়ির কাছে পোঁতা অবস্থায় পেলেন। এটি ছিল একটি মাছ, কয়েকটি ব্লেড, একটি ছুরির ফলা এবং একটি চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রতিরোধক সামগ্রী — এসব তিনি বাড়ির দরজার কাছে পোঁতা অবস্থায় পেয়েছিলেন।

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।



"আর গিরায় ফুঁক-দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে" (وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ)

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

"আর গিরায় ফুঁক-দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে।" — সূরা আল-ফালাক: ৪

এটি সেসবের কিছু অংশ, যা রুকইয়াহ-র সময় কিছু রোগীর দেহ থেকে বেরিয়ে আসে। ছবিতে যা দেখা যাচ্ছে তা হলো — গিরা-বাঁধা সুতোর মধ্যে করা জাদু এবং চুল, যা একটি মেয়ের পেট থেকে সমষ্টিগত রুকইয়াহ-র সময় বেরিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে ছিল রক্ত।

এটিই একমাত্র ঘটনা নয়; বরং এ ধরনের আরও ঘটনা আছে। তাদের কারও মুখ থেকে অত্যন্ত বেশি রক্ত বেরিয়ে আসে; কারও ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ছবি, বৈদ্যুতিক তার কিংবা হাড়। আর এটি কল্পনা-বিভ্রম নয়, যেমনটি কেউ কেউ দাবি করে; বরং তা ঘটে কয়েক ডজন উপস্থিত মানুষের সামনে, তদুপরি তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্পর্শযোগ্য ও ছবিতে ধারণকৃত।



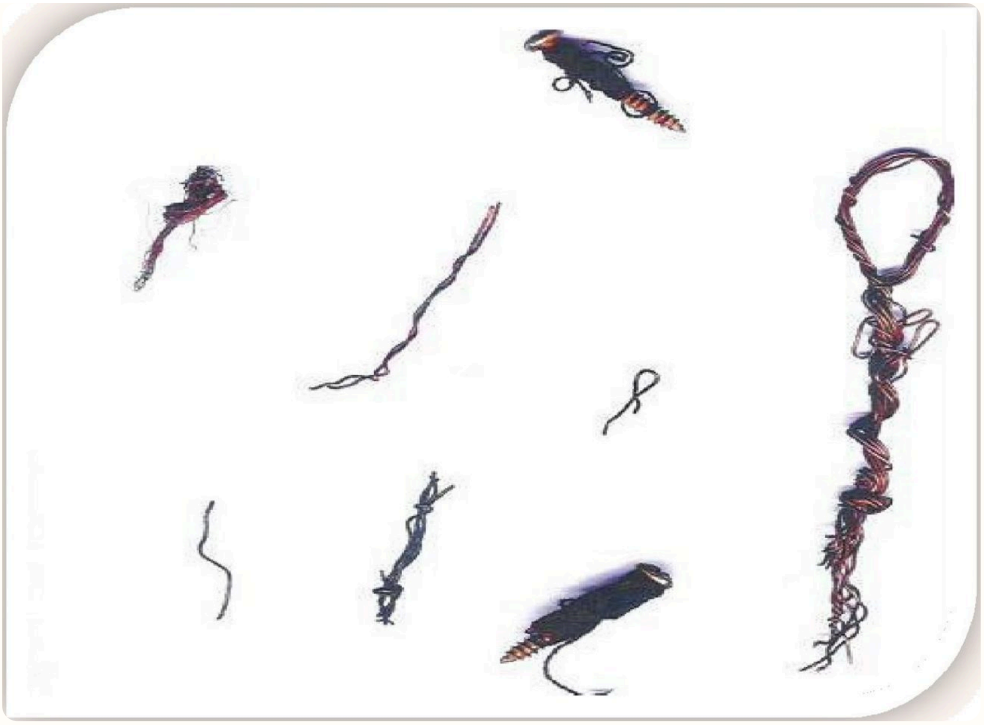
তার ও পেরেক (أسلاك ومسامير)

সবচেয়ে আশ্চর্য ও কঠিন ঘটনাগুলোর একটি হলো এই ঘটনা। এটি অত্যন্ত দীনদার এক বোনের ঘটনা, যিনি জাদুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। জাদুটি ছিল তীব্র, নানা ধরনের ও একাধিক। তাঁর উপর ছোটবেলা থেকেই আশিক জিনের আসর ছিল; চিকিৎসা ও রুকইয়াহ-র ব্যাপারে তিনি কঠোর হওয়ার পর তা প্রকাশ পেল, প্রভাবিত হলো ও ফাঁস হয়ে গেল।

তাঁর অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তিনি প্রতিদিন সাতবার সূরা বাকারা পড়তেন; আর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, তিনি রাতে ঘুমই চিনতেন না — কেবল নামাযের জায়নামাযের উপর ছাড়া। এভাবে তিনি জাদুর খাদেম সেই খ্রিষ্টান জিনটিকে ক্লান্ত করে ছাড়লেন, এমনকি সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাঁর উপর যেসব জাদু ছিল সেগুলোর সন্ধান দিল। ইসলাম গ্রহণের পর সে সত্য বলল, আমরা তাঁর জাদুগুলো খুঁজে পেলাম এবং তা বাতিল করা হলো। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

আর এই যে ছবিটি, যাতে তার ও পেরেক দেখা যাচ্ছে —

— এর কিছু অংশ বেরিয়েছে তাঁর মুখ দিয়ে, কয়েক ডজন নারীর সামনে সমষ্টিগত রুকইয়াহ-র সময়; আর কিছু অংশ বেরিয়েছে শৌচাগারে, তীব্র যন্ত্রণাসহ — যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁকে সুস্থতার অনুগ্রহ দিলেন। দীর্ঘ ভোগান্তি ও কঠিন ধৈর্যের পর তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই।



এক নজরে

- ★ জাদুকে হাতের কৌশল বা হালাল বলা তাওহীদ-না-জানা লোকের কথা
- ★ জাদুর চিকিৎসা কুরআন ও বৈধ ওষুধ দিয়ে
- ★ জাদু খুলতে জাদুকরের কাছে যাওয়া হারাম
- ★ একমাত্র আল্লাহই আরোগ্যদাতা; রাকী একটি উপায় মাত্র
- ★ সব বিষয় একমাত্র আল্লাহরই হাতে
- ★ জাদু কুফর ও শিরক — লেখকের ভাষ্য

যাচাই করুন

1. লেখকের ভূমিকা অনুযায়ী জাদুর চিকিৎসা হয় কীভাবে?

ক. জাদুকরের কাছে গিয়ে

খ. কুরআন দিয়ে এবং বৈধ ওষুধ দিয়ে

2. জাদু খুলতে জাদুকরের কাছে যাওয়া সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. জায়েয

খ. হারাম; এমন কাজ করা জায়েয নয়

3. জাদুকে ‘হাতের কৌশল’ বলা কাদের কথা?

ক. আলিমগণের

খ. যারা তাওহীদ শেখেনি এবং জাদুর স্বরূপ জানে না

4. রাকী সম্পর্কে সমুদ্রতীরের ঘটনায় লেখকের শিক্ষা কী?

ক. তিনি শরীয়তসম্মত উপায়গুলোর একটি মাত্র

খ. আরোগ্য তাঁর হাতে

5. ছবিগুলো প্রত্যেক জাদুকরের জন্য কী শিক্ষা?

ক. আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সফল করেন না

খ. জাদুকরের কাজ সবসময় সফল

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-ক, ৫-ক

এক গৃহকর্মীর জাদু – পুতুল ও মূর্তিতে (سحر خادمة في دمى وتماثيل)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর অনুগ্রহে সৎকাজ পূর্ণতা পায়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল বিপদ থেকে রক্ষাকারী।

আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা এই সজ্জন পরিবারটির উপর অনুগ্রহ করেছেন — যে পরিবারটি দীর্ঘকাল ধরে এক ইন্দোনেশীয় গৃহকর্মীর সঙ্গে উত্তম ইসলামি আচরণে সদাচরণ করে এসেছে। এ বিষয়টি আমি নিজে অবগত হয়েছি এবং সেই গৃহকর্মীর নিজের সাক্ষ্যেও তা প্রমাণিত — যিনি পাঁচ বছরেরও বেশি সময় কাজ করেছেন এবং গৃহকর্তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁর পুরো কর্মকালজুড়ে তাঁরা তাঁর সঙ্গে উত্তম আচরণ করেছেন। তাঁরা তাঁকে কত কিছু দিয়েছেন ও সম্মানিত করেছেন, আর কতবারই না তাঁর সফর ও ছুটির সময় তাঁকে জামাকাপড়, উপহার ও দান-সামগ্রীতে ভরা ব্যাগ দিয়ে প্রস্তুত করে দিয়েছেন!

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে তিনি সেই মহানুভব আচরণের মর্যাদা দেননি; বরং মন্দ আচরণ করেছেন এবং নিজের বোনের স্বামীর মাধ্যমে জাদু করানোর আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি সেই জাদুকরি পুতুলগুলো এ উদ্দেশ্যেই তার কাছ থেকে নিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বিষয়টি ফাঁস করে দিলেন।

AS-SUNNAH Health Care www.assunnahealth.com

ছবিতে জাদু – দ্বিতীয় ভাগ

চামড়ার টুকরা, সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা জাদু, ব্যভিচারের জাদু, শিঙের জাদু

গৃহকর্মীর পুতুল-জাদু – আগের পৃষ্ঠা থেকে চলমান

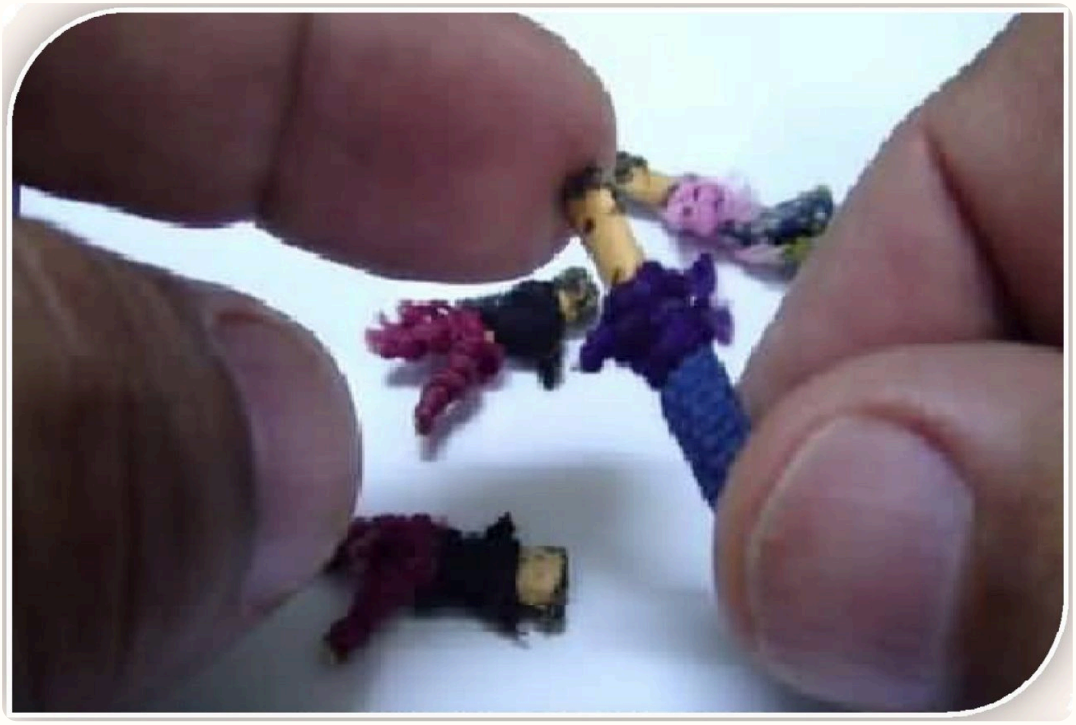
ঘরের গৃহকর্ত্রী ওই পুতুলগুলো গৃহকর্মীর কামরায় পেয়েছিলেন এবং কিছুটা সদ্‌ধারণাই করেছিলেন। তিনি সেগুলো নিজের মেয়েদের দেখালে তারা বলল, এগুলো তো খেলার ও বিনোদনের পুতুল। কিন্তু যাচাই করার জন্য তারা যখন সেগুলো আমার কাছে পাঠাল, তখন আমি তাদের নিশ্চিত করে জানিয়ে দিলাম যে এই পুতুলগুলো জাদুর উদ্দেশ্যেই বানানো হয়েছে। আমি তাদের দেখিয়ে দিলাম যে ঠিক এই আকৃতির জাদু আরও রয়েছে। আর এই হলো সেই পুতুলগুলোর কয়েকটি ছবি।

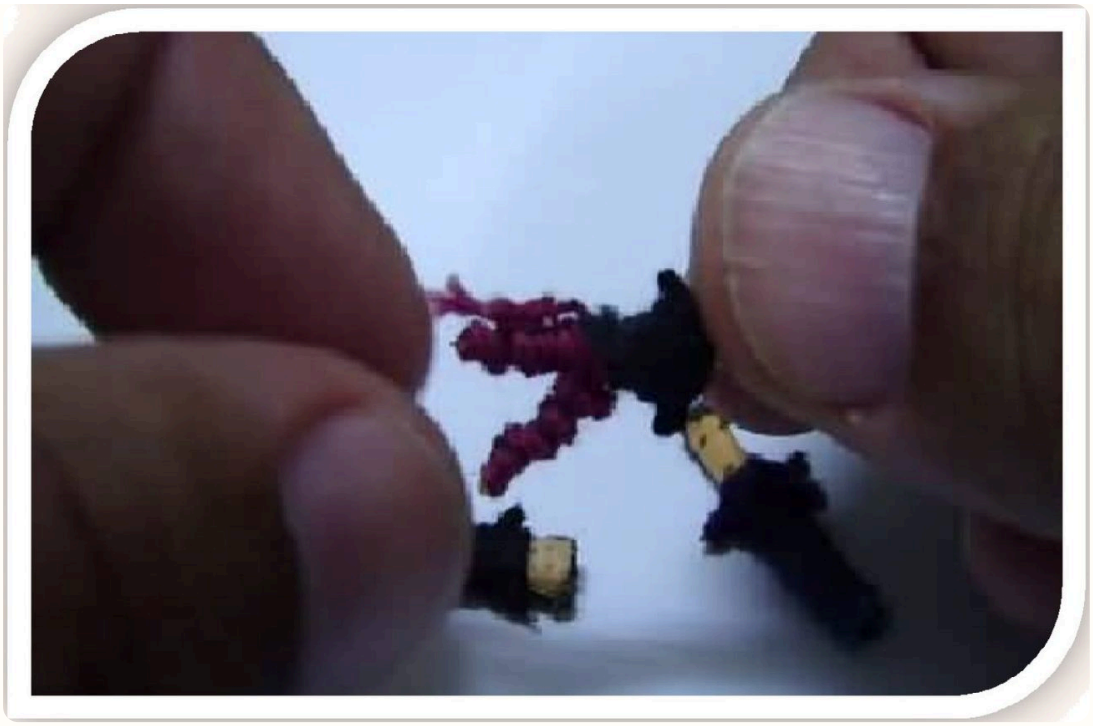
সেগুলো খুলে ও ছাড়িয়ে ফেলার পর এবং এ ধরনের জাদুর অনুরূপ ছবি দেখানোর পর ঘরের লোকজন নিশ্চিত হলো যে তাদের গৃহকর্মী একজন জাদুকর — বিশেষত তার মুখোমুখি হওয়ার এবং তার স্বীকারোক্তির পর।



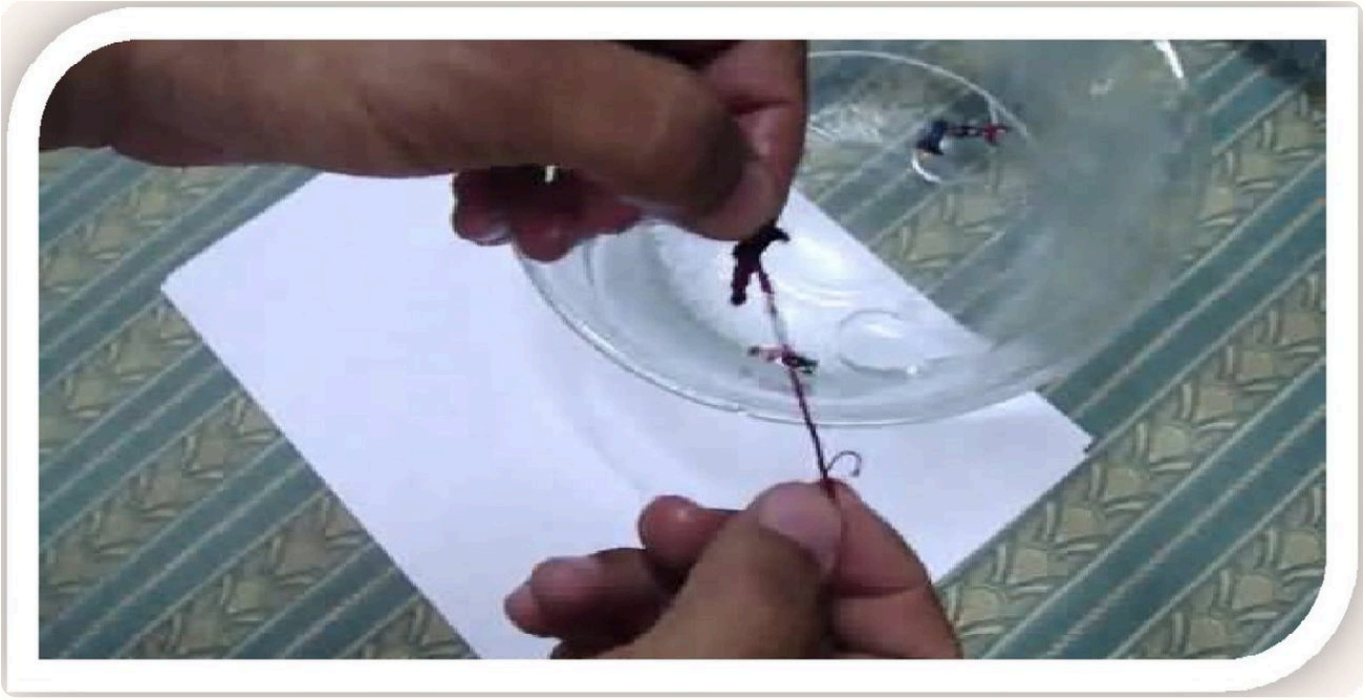


[ছবির নিচে লেখা] আর সেগুলোর সংখ্যা মেয়েদের সংখ্যার সমান।



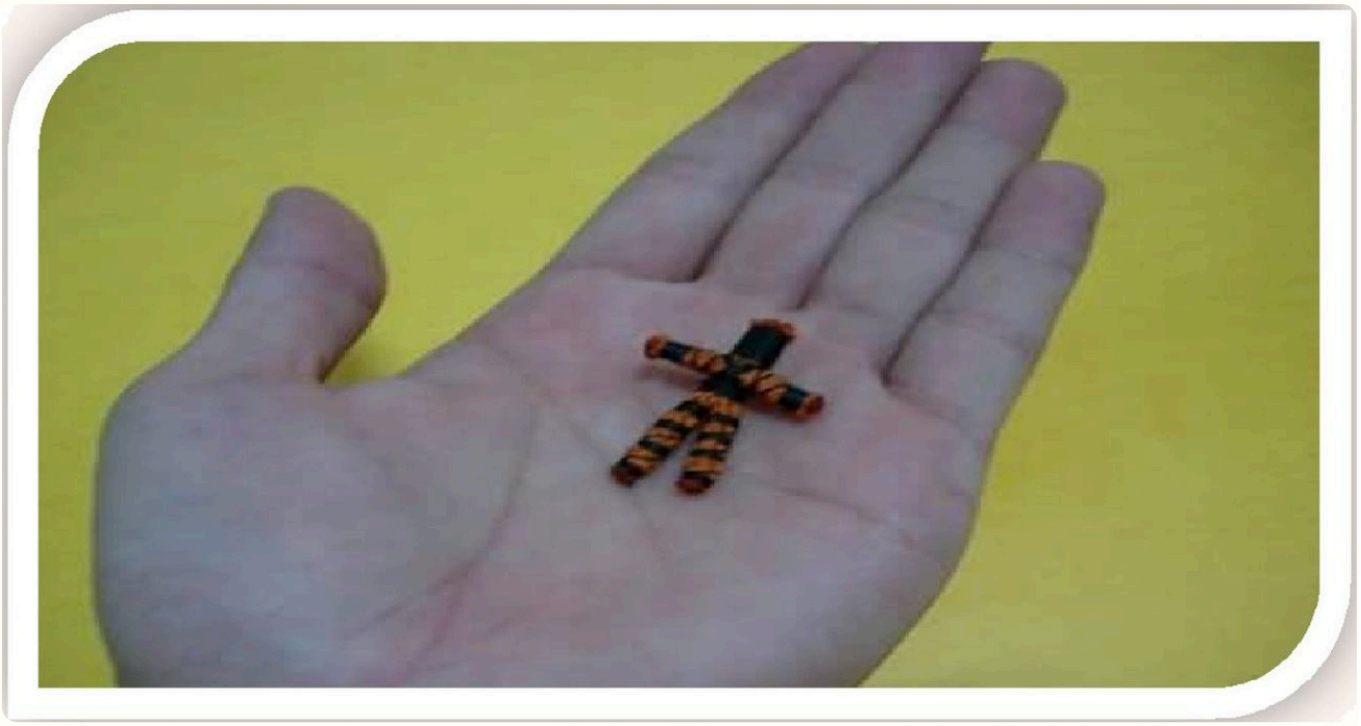


[ছবির নিচে লেখা] সেগুলো খুলে ও ছাড়িয়ে ফেলার পর এবং এ ধরনের জাদুর অনুরূপ ছবি দেখানোর পর ঘরের লোকজন নিশ্চিত হলো যে তাদের গৃহকর্মী একজন জাদুকর — বিশেষত তার মুখোমুখি হওয়ার এবং তার স্বীকারোক্তির পর।



[ছবির নিচে লেখা] আর এটি পাশ্চাত্যে প্রচলিত পুতুল-জাদুর একটি নমুনা।





খাতিমা (উপসংহার): আর তারপর কী হলো? বিষয়টির প্রকৃত সত্য জানার পরও তারা তার প্রতি সদাচরণই করল এবং নিজেদের উত্তম চরিত্র অনুযায়ীই তার সঙ্গে আচরণ করল। তারা তাকে চূড়ান্তভাবে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল, আর সে খুশিই ছিল যে তারা তাকে কষ্ট দেয়নি এবং যেমন করেছিল তেমন প্রতিদান তাকে দেয়নি। কিন্তু সে যখন দেখল যে সেই মা ও তাঁর মেয়েরা মূল্যবান উপহার নিয়ে এসেছেন, তাঁদের কেউ কেউ তাকে অর্থও দিয়েছেন এবং তাঁরা তাকে উপদেশ দিয়েছেন যে সে যা করেছে তা শিরক ও আল্লাহর সঙ্গে কুফরি — তখন সে ভেঙে পড়ল, তিক্ত কান্নায় কেঁদে উঠল, নিজের কৃতকর্মের জন্য চরম অনুতপ্ত হলো এবং তাদের সদ্ব্যবহারের কারণেই আল্লাহর কাছে তওবা করল।

নসীহত (উপদেশ): গৃহকর্মীদের ব্যাপারে সাবধান হোন — বিশেষত ইন্দোনেশীয় গৃহকর্মীদের ব্যাপারে — এবং সতর্কতা অবলম্বন করুন; সময়ে সময়ে তাদের জিনিসপত্র তল্লাশি করুন। কত মানুষই না এই উপদেশটি কাজে লাগিয়ে, অতিরিক্ত আস্থার পর, বিস্ময়কর জিনিস খুঁজে পেয়েছে!

চামড়ার টুকরায় জাদু (سحر في قطعة جلد)

চামড়ার একটি টুকরার উপর লেখা জাদু। এটি এমন এক জাদু, যা এক পরিবারের গাড়িচালকের কাছে পাওয়া গেছে; তারা সেটি তার কামরায় পেয়েছিল। তার কামরায় এবং গাড়িতেও আরও কিছু জিনিস তারা পেয়েছিল ..... সুতরাং হে যাদের গাড়িচালক ও গৃহকর্মী আছে, সাবধান হোন এবং সবসময় তাদের জিনিসপত্রে খোঁজ করুন। কত পরিবারই না জাদু ও কষ্টে আক্রান্ত হয়েছে!

গৃহকর্মী ও চালক: লেখকের নসীহত

করুন	করবেন না
✓ সাবধান হওয়া ও সতর্কতা অবলম্বন	✕ অতিরিক্ত আস্থা
✓ সবসময় তাদের জিনিসপত্রে খোঁজ করা	

গৃহকর্মীর পুতুল-জাদুর খাতিমা ও চামড়ার টুকরার ঘটনা থেকে



সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা জাদু (سحر مستخرج من البحر)

প্রতিটি জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি আহ্বান — এই ঘটনাটি পড়ুন, যেন জানতে পারেন যে আল্লাহ জাদু সংঘটিত হওয়ার আগেই তা বাতিল করে দিতে সক্ষম, এবং তিনি নিজের সৈন্যদলের মধ্য থেকে কোনো সৈনিককে ও কোনো বান্দাকে নিযুক্ত করতে সক্ষম, যে অগোচরে নিজের ভাইদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করবে। এই জাদুটিই নিজের কাহিনি বলছে। যিনি এটি নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন, তিনি সেই সজ্জন ভাইদের একজন, যাঁরা সর্বদা কল্যাণের ব্যাপারে আগ্রহী। একদিন তিনি আমাদের একটি ভেঙে পড়া বাড়ির সন্ধান দিয়েছিলেন, যেখানে জাদুর কিতাব ছিল; তিনি তার অধিকাংশই সংগ্রহ করেছিলেন এবং আমরা সেগুলো সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধকারী সংস্থার (হাইআতুল আমর বিল-

মারূফ ওয়ান-নাহই আনিল-মুনকার) কাছে হস্তান্তর করেছিলাম। আর এবার তিনি আমার কাছে একটি ভারী থলি নিয়ে এলেন, যার ভেতরে ছিল জাদু, আর সেটিকে মাঝারি আকারের পাথর দিয়ে ভারী করা হয়েছিল, যেন থলিটি ভারী হয়ে সমুদ্রের তলদেশে স্থির হয়ে থাকে। আর এই হলো তার ভেতরের জিনিসপত্রসহ ছবি।

সমুদ্র থেকে উদ্ধারের ঘটনা: শিক্ষা

জাদুগ্রস্ত প্রত্যেকের প্রতি আহ্বান: ঘটনাটি পড়ুন

শিক্ষা ১
আল্লাহ জাদু সংঘটিত হওয়ার আগেই বাতিল করতে সক্ষম

শিক্ষা ২
তিনি নিজের সৈন্যদলের কাউকে নিযুক্ত করতে সক্ষম

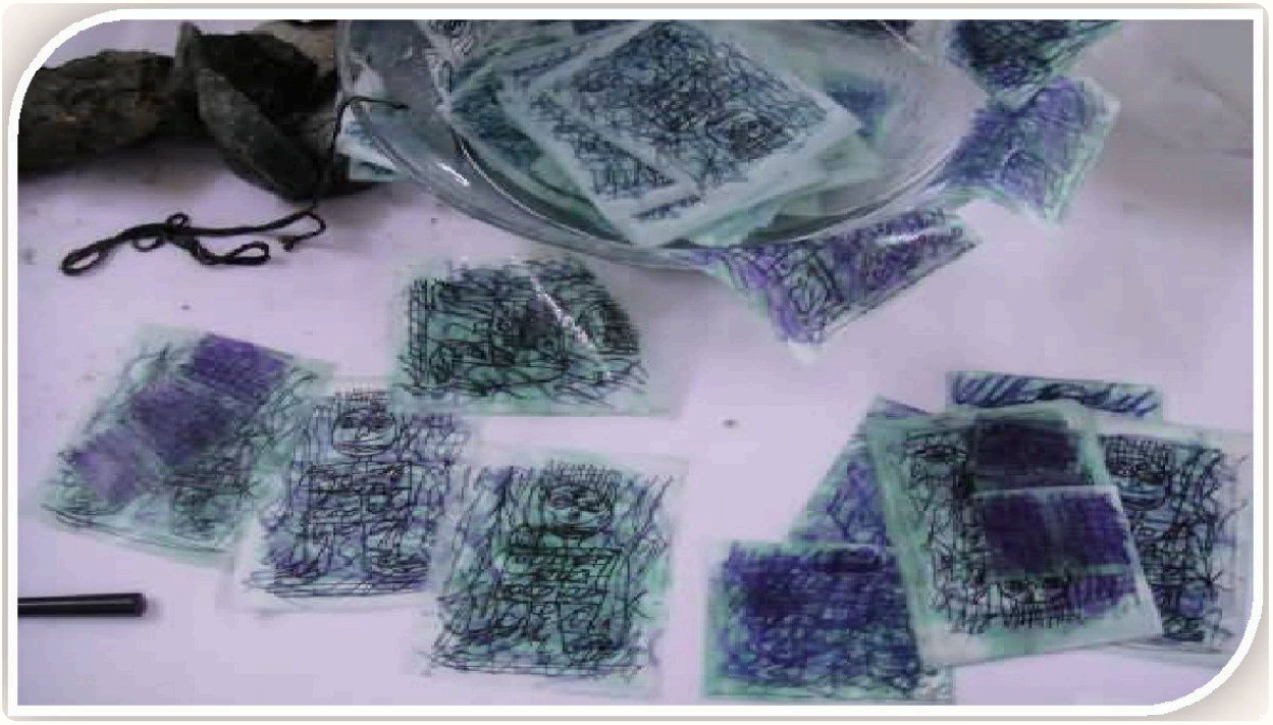
শিক্ষা ৩
যে অগোচরে ভাইদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করবে



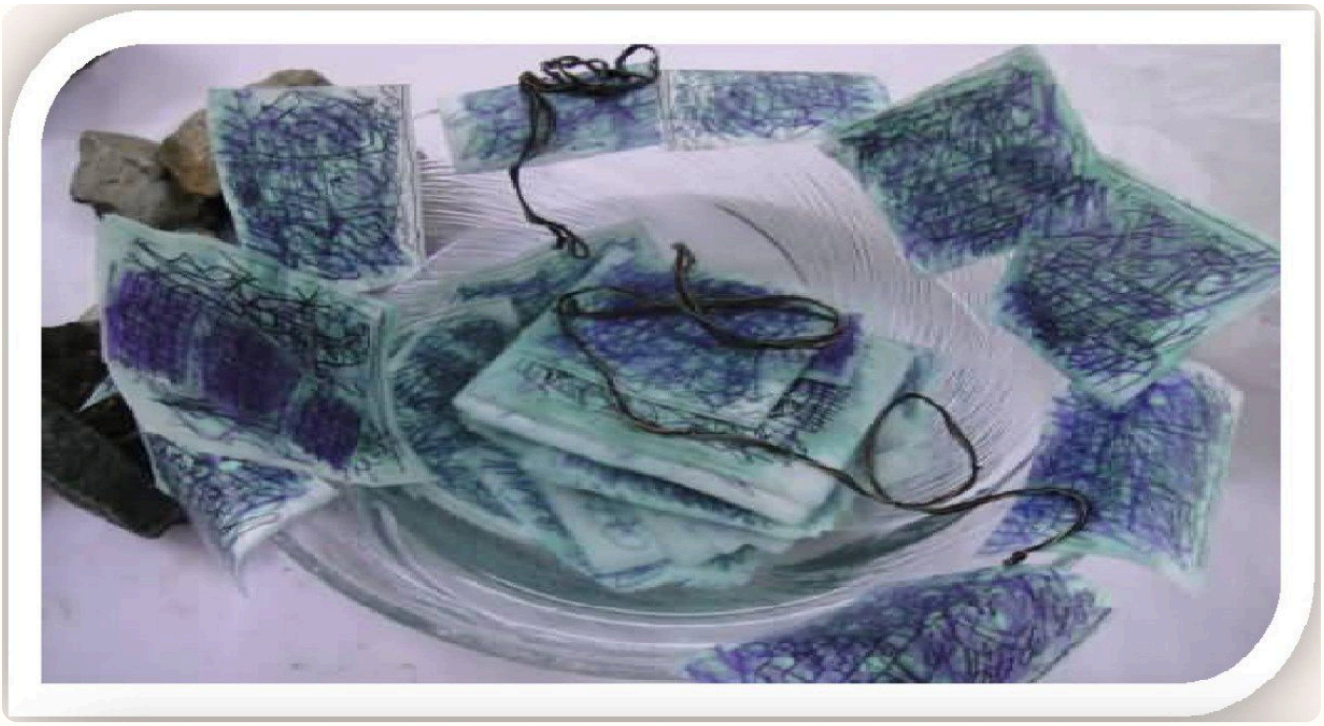
কীভাবে তিনি এটি পেলেন? তিনি বললেন: আমি সমুদ্রের উপর জিহ্বার মতো বিস্তৃত একটি সেতুর উপর ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি এলো, তার হাতে ছিল থলিটি। সে ফোনে কাউকে ধরল এবং তাকে বলতে লাগল: (হ্যাঁ.. আমি কি এখন থলিটি ছুঁড়ে ফেলব? এটি কি এখনই সমুদ্রে নিক্ষেপ করব?) — কয়েক সেকেন্ড পরেই সে ঘুরে দাঁড়াল, থলিটি সমুদ্রের তলদেশে ছুঁড়ে ফেলল এবং চলে গেল। ভাইটি বললেন: আমি ফোন করলাম

আমার কিছু ডুবুরি বন্ধুকে, আর একজন সঙ্গে সঙ্গেই এই মহান মানবিক কাজের জন্য এলেন এবং সমুদ্রে নামলেন। আল্লাহর দয়া ও তাঁর মহান অনুগ্রহেই তিনি সেটি কাছেই, খুব বেশি গভীর নয় এমন জায়গায়, পাথরের উপর পেয়ে গেলেন। তিনি সেটি তুলে এনে যিনি খবর দিয়েছিলেন তাঁর হাতে দিলেন, আর তিনি সেটি আমার কাছে নিয়ে এলেন।





আমরা থলিগুলো খুললাম এবং তাতে পেলাম কাগজ, যেগুলোর উপর নানা আকৃতি ও মুখাবয়ব আঁকা, আর কিছু কাগজে বর্গক্ষেত্র ও আঁকিবুকি। এই কাগজগুলোর সংখ্যা দাঁড়াল ১১৪টিরও বেশি জাদুর কাগজ; সেগুলোর সঙ্গে ছিল দুই বান্ডিলে একগুচ্ছ সুতা — প্রতিটি বান্ডিলে ভিন্ন ভিন্ন রঙের ১৫টি সুতা, আর প্রতিটিতে ১৫টি গিঁট বাঁধা।





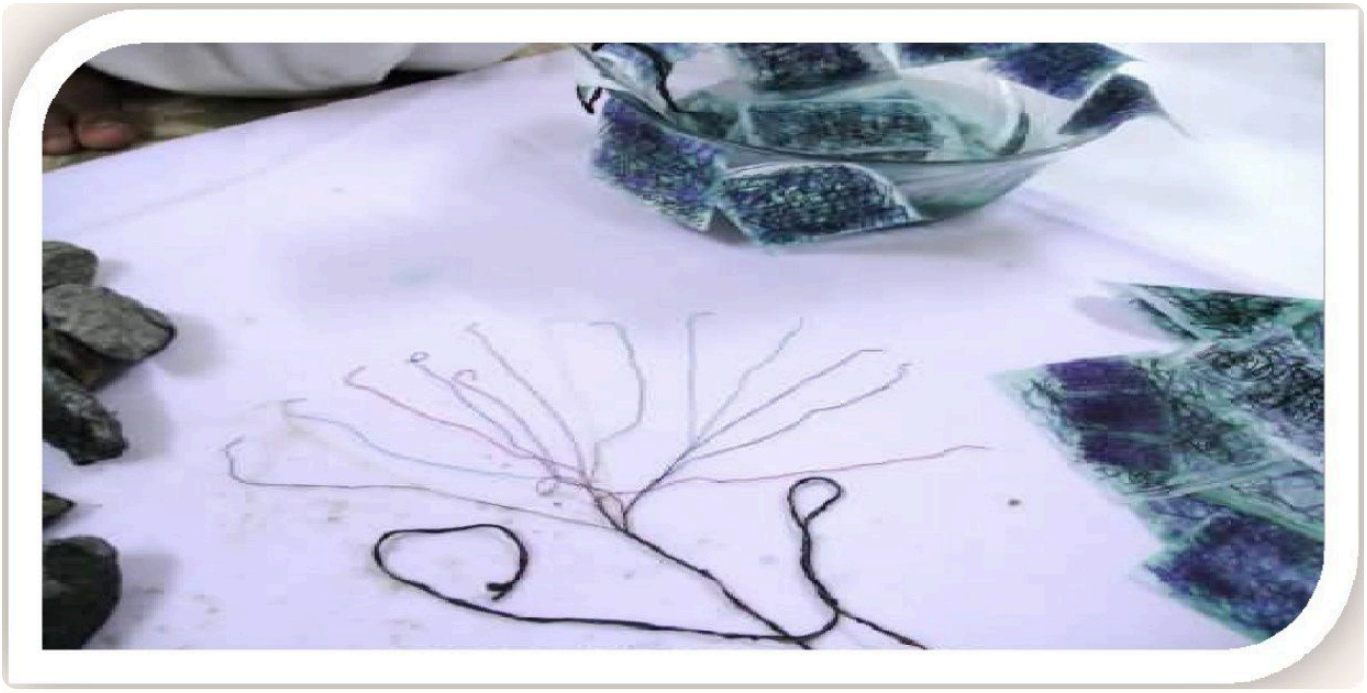
[ছবির নিচে লেখা] যিনি এই জাদু আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন, ইনিই সেই ভাই – ভাই সালাহ, আল্লাহ তাঁকে হিফাযত করুন।



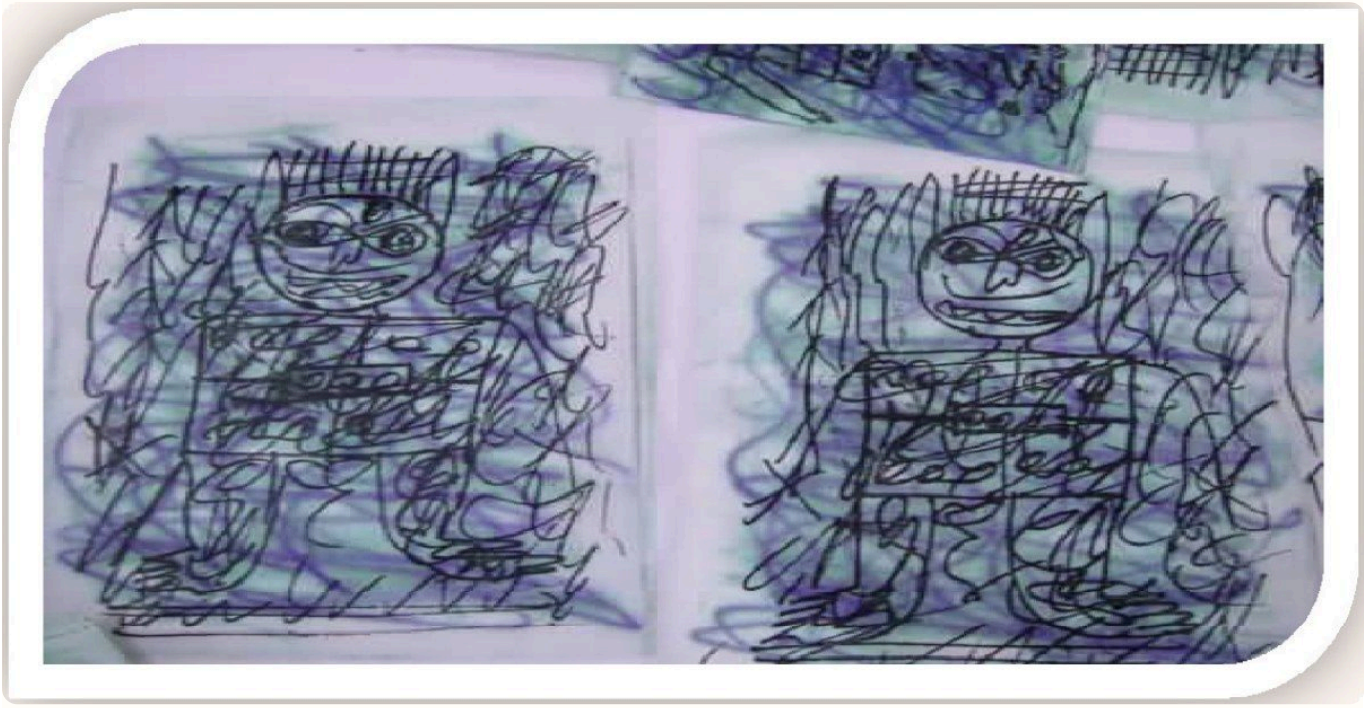


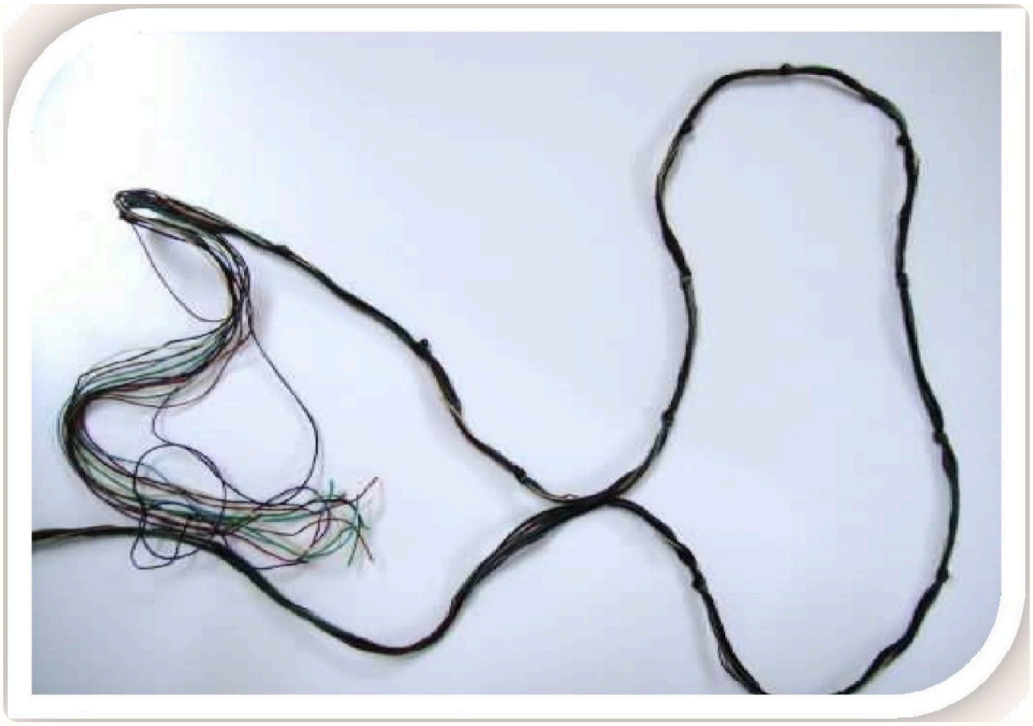
[ছবির নিচে লেখা] সুতাগুলোর রং দেখুন

[ছবির নিচে লেখা] আর যেসব গিঁট সেগুলোকে একত্র করে রেখেছে, সেগুলোর সংখ্যা সুতার সংখ্যার সমান — ১৫টি সুতা।



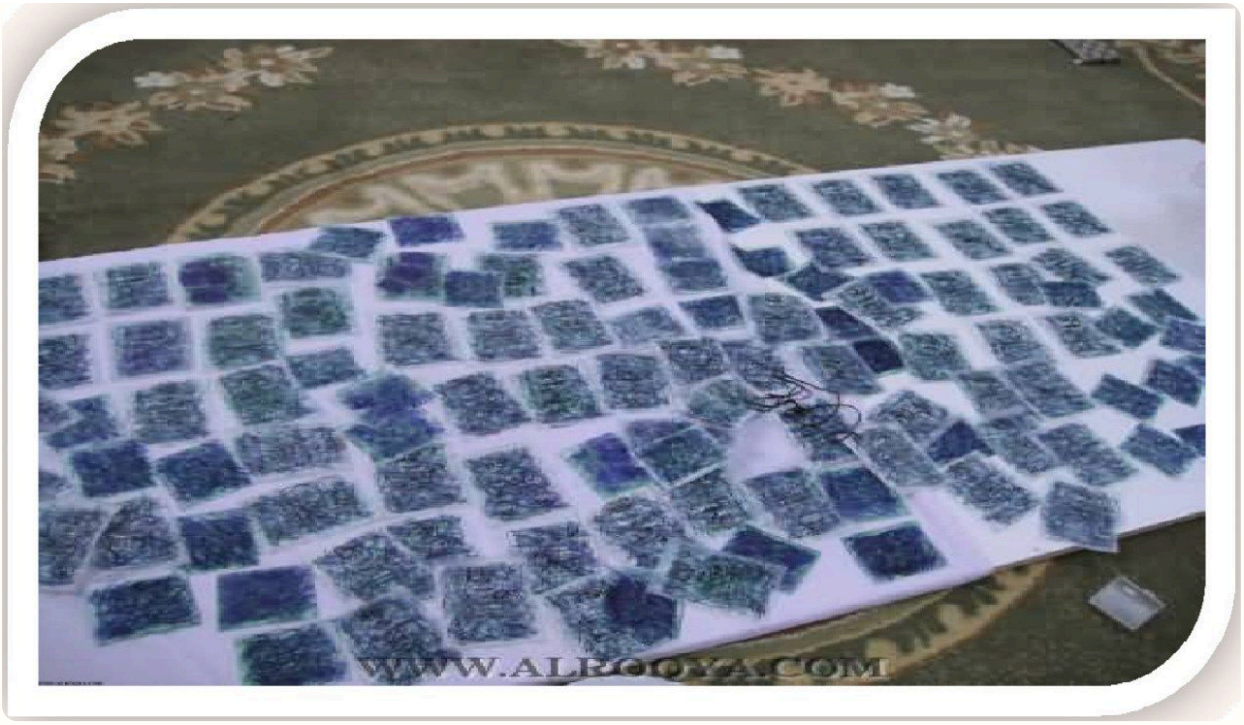
[ছবির নিচে লেখা] এগুলো জাদুর নকশা; এগুলোর ভেতরে ছক আঁকা আছে, আর সেই ছকে নানা প্রতীক লেখা।





আল্লাহর প্রশংসা করে বলছি, পরিচিত পদ্ধতিতেই এই জাদুগুলো বাতিল করা হয়েছে — জাদুর আয়াত পড়া পানিতে সেগুলো ডুবিয়ে দিয়ে, এরপর হাতে খুলতে কষ্ট হলে ক্ষুর দিয়ে গিঁটগুলো কেটে দিয়ে। এভাবেই আল্লাহর অনুমতিতে জাদু বাতিল হয়ে যায় .... সুতরাং সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ একমাত্র আল্লাহরই।





চেইন ও লাল সুতায় জাদু (سحر في سلسلة وخيط أحمر)

আপনাদের সামনে এই যে টুকরাগুলো, এগুলো হলো একটি চেইন, যার উপর লাল সুতা দিয়ে গিঁট বাঁধা হয়েছিল। এটি ছিল ১৭ বছর বয়সী এক মেয়ের পেটের ভেতরে; সে জাদুগ্রস্ত ছিল। শিকল-সংক্রান্ত আয়াতগুলো পড়া হলে সে প্রভাবিত হতো, চিৎকার করত, মাটিতে পড়ে যেত ও মূর্ছা যেত; আর জাদুর দায়িত্বপ্রাপ্ত জিন তার জিহ্বায় কথা বলে জানাত যে জাদু বের হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু প্রথমে ও শেষে আল্লাহরই অনুগ্রহে চেইনটি টুকরো টুকরো অবস্থায় বেরিয়ে এলো — যেমনটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে — বহু দোয়া করার পর এবং জাদু বাতিল হওয়ার জন্য দোয়ায় বারবার আকুতি জানানোর পর। সুতরাং ধৈর্যের সঙ্গেই এলো বিজয়। আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই।



ব্যভিচারের জাদু (سحر الفاحشة)

এই জাদুটি এক মেয়ের পেট থেকে বেরিয়েছে; তার উপর ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে জাদু করা হয়েছিল — আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। এটি হলো এক পুরুষ ও এক নারীর উলঙ্গ ছবি, যেগুলো একটির সঙ্গে আরেকটি আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো এবং লাল সুতা দিয়ে বাঁধা; সেগুলোর লজ্জাস্থানের জায়গাগুলোর উপর লাল কালি লাগানো হয়েছিল এবং সেগুলোর উপর কিছু বাক্য ও নাম লেখা ছিল। আর এগুলো হলো খুলে ফেলার পরের অবস্থা। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।



[ছবির নিচে লেখা] খোলার আগে এভাবেই সেগুলো তার পেট থেকে বেরিয়ে আসত।



শিঙের জাদু (سحر القرن)

এই জাদুটি এই প্লাস্টিকের মোড়কে এই অবস্থাতেই আমাদের কাছে এসেছিল।



আর সেটি খোলার পর মোড়ানো থলির ভেতরে যা দেখা গেল, তা হলো একটি ছাগলের শিং — শিঙের স্পষ্ট ছবি — আর তার ভেতরে জাদুর তিলিসম লেখা একটি কাগজ রাখা ছিল।



[ছবির নিচে লেখা] এই হলো শিঙের ভেতরে ঠেসে ভরা কাগজটির ছবি; এটি একটি জাদুর কর্ম।





এরপর পরিচিত পদ্ধতিতেই তা বাতিল করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ হলো রুকইয়াহর আয়াত ও জাদুর আয়াত পড়া পানিতে সেটি রেখে দেওয়া এবং তার উপর ফুঁ দেওয়া।

জাদু বাতিলের বর্ণিত উপায়

১ **পঠিত পানিতে রাখা**
জাদুর আয়াত পড়া পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া

২ **হাতে খুলতে কষ্ট হলে**
ক্ষুর দিয়ে গিঁটগুলো কেটে দেওয়া

৩ **সবচেয়ে নিরাপদ**
রুকইয়াহ ও জাদুর আয়াত পড়া পানিতে রেখে ফুঁ দেওয়া

৪ **ফল আল্লাহর অনুমতিতে**
সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই

সমুদ্র-থেকে-উদ্ধার ও শিঙের ঘটনার বর্ণনা অনুযায়ী

এক নজরে

- ★ গৃহকর্মী ও চালকের ব্যাপারে সতর্ক থাকার নসীহত
- ★ আল্লাহ জাদু সংঘটিত হওয়ার আগেই বাতিল করতে সক্ষম
- ★ জাদু বাতিল হয় পঠিত পানি ও আয়াত দিয়ে, আল্লাহর অনুমতিতে
- ★ ঘটনার শেষে গৃহকর্মী তওবা করল — ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী
- ★ সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর

যাচাই করুন

1. আল্লাহ জাদু সংঘটিত হওয়ার আগেই কী করতে সক্ষম?

ক. বাতিল করে দিতে | খ. শুধু পরে বাতিল করতে

2. গাড়িচালক ও গৃহকর্মী আছে এমনদের প্রতি লেখকের উপদেশ কী?

ক. সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা | খ. সাবধান হওয়া ও সবসময় জিনিসপত্রে খোঁজ করা

3. গৃহকর্মীর ঘটনার খাতিমায় সে শেষে কী করল?

ক. অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করল | খ. নিজের কাজ অস্বীকারই করল

4. সমুদ্র-থেকে-উদ্ধারের ঘটনায় জাদুগুলো কীভাবে বাতিল করা হলো?

ক. জাদুর আয়াত পড়া পানিতে ডুবিয়ে | খ. ছুড়ে ফেলে দিয়ে

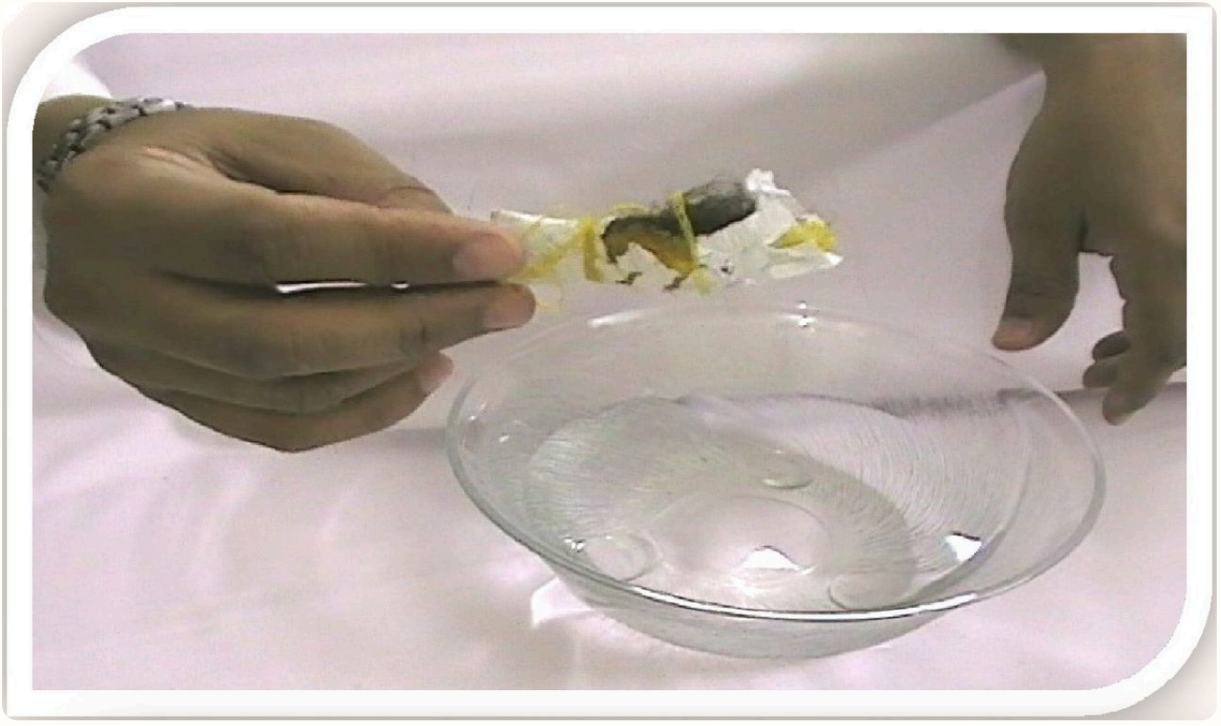
5. শিঙের জাদু বাতিলে সবচেয়ে নিরাপদ উপায় কী বলা হয়েছে?

ক. রুকইয়াহ ও জাদুর আয়াত পড়া পানিতে রেখে ফুঁ দেওয়া | খ. কাউকে না জানানো

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-ক, ৪-ক, ৫-ক

স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর উপর জাদু (سحر الزوجة لزوجها)

অসহায় স্বামীটি এই মোড়কটি নিয়ে এলেন, যেটি তিনি তাঁর স্ত্রীর ব্যাগে পেয়েছেন।





[ছবির নিচে লেখা] আর সেটির দিকে ভালোভাবে দেখা এবং তা বাতিল করার জন্য খুলে ফেলার পর আমরা নিম্নলিখিত জিনিস পেলাম।

অধ্যায় ২ সমাপ্ত

ছবিতে জাদু – শেষ অংশ

তালার জাদু, স্ত্রীকে বশ করার জাদু, খ্রিস্টান গৃহকর্মীর জাদু, আলবেনিয়া থেকে পাওয়া জাদু

স্ত্রীর করা জাদু, স্বামীর বিরুদ্ধে – শেষাংশ (سحر الزوجة لزوجها)



চুল, যার উপরে একটি কাগজ জড়ানো ছিল; কাগজটির ভেতরে জাদু ও তিলিসম লেখা ছিল। আর জাদুটির উপরে ছিল গিঁট-বাঁধা সুতা, যা জাদুর ধরন স্পষ্ট করে দেয়। এটি ছিল স্বামীকে ব্ল্যাকমেল করে তার সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার জন্য করা জাদু।



স্ত্রী স্বীকার করল, তাকে তালাক দেওয়া হলো, আর আমরা জাদুটি বাতিল করে গিঁটগুলো খুলে দিলাম।

তালার জাদু (سحر القفل)



এটি এক প্রকার জাদু, বেশ প্রচলিত; তালার ভেতরে এটি করা হয়। আফ্রিকান এক প্রতিবেশী এটি আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন — তিনি এটি নিজের ঘরে লুকানো অবস্থায় পেয়েছিলেন। এটি ছিল একটি তালা, চামড়া দিয়ে মোড়ানো, আর তার উপরে একটি চাবি।



আমরা চামড়াটি কেটে ফেললাম, যেন ভেতরে কী আছে দেখতে পাই। ফলাফল হলো — ভেতরের দিকে একটি লম্বা কালো সুতা জড়ানো অবস্থায় পাওয়া গেল।



সুতাটি কেটে ফেললাম, আর তার নিচে পেলাম একটি তুলার পুঁটলি; তার ভেতরে ছিল কালো, মাটির মতো একটি বস্তু — সেটিই জাদুর উপকরণ। লোকটি তার ঘরে নানা সমস্যায় ভুগছিলেন।



আমরা যা কিছু পেয়েছিলাম, সবই তা বাতিল করার জন্য পঠিত পানিতে (যে পানিতে রুকইয়াহ পড়া হয়েছে) রেখে দিলাম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি লোকটি ও তার পরিবারকে আরোগ্যের অনুগ্রহ দান করেছেন।

স্ত্রীকে বশ করার জাদু (سحر تسخير الزوجة)



বেচারি নারী স্বামীর প্রতি নিজের অতিরিক্ত ভালোবাসায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। স্বামী তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত, তাকে মারধর করত; তবু তিনি তাকে পাগলের মতো ভালোবাসতেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে এই জাদুগুলো দেখিয়ে দিলেন, যেগুলো তিনি খুঁজে পান।



তিনি সেগুলো তার স্বামীর ডেস্কের নিচে লুকানো অবস্থায় পান এবং নিয়ে আসেন। আমরা খুলে দেখলাম — এগুলো তার স্বামীরই করা জাদু, তারই উপর, যাতে সে তাকে বশ করে রাখতে পারে এবং নিজের অনাচার থেকে তার দৃষ্টি অন্ধ করে রাখতে পারে।



আমরা সেগুলো নষ্ট করলাম — জাদু-সংক্রান্ত আয়াতসমূহ পড়া হয়েছে এমন পানিতে সেগুলো রেখে দিয়ে, এবং সেগুলোর ভেতরের লেখা মুছে ফেলে।

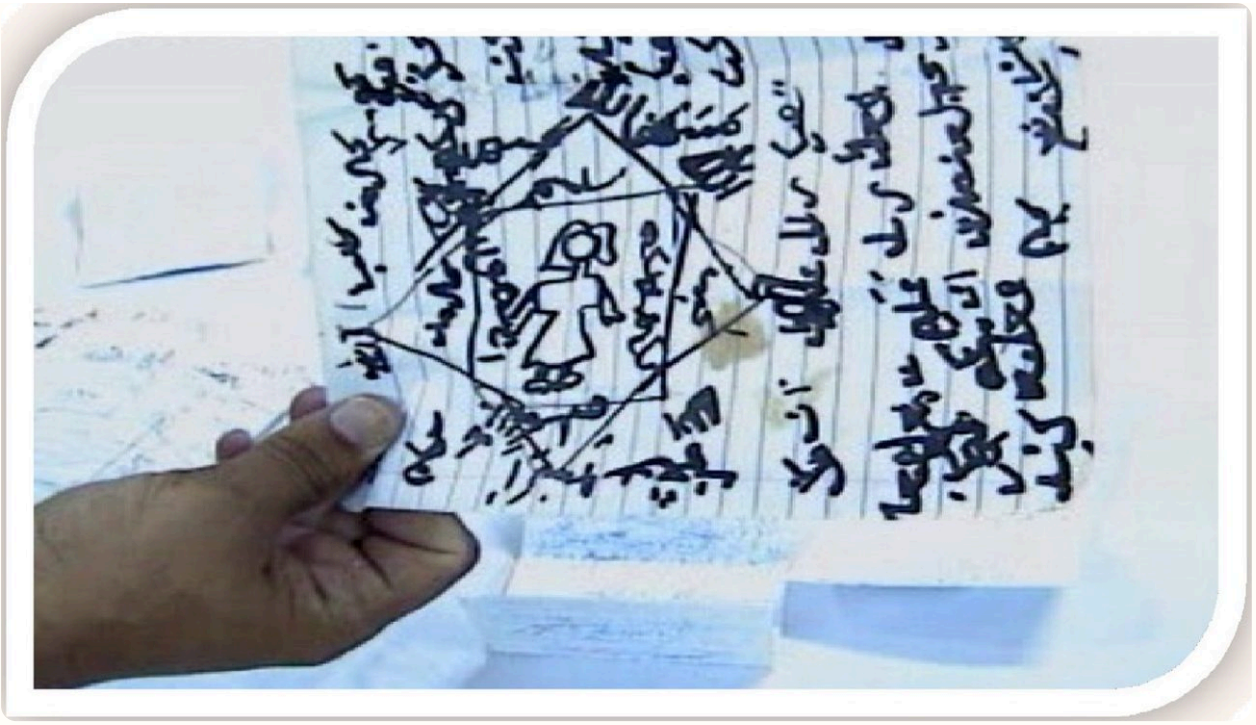


এতেই আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় তার উপর থেকে জাদুর প্রভাব শেষ হয়ে যায়।

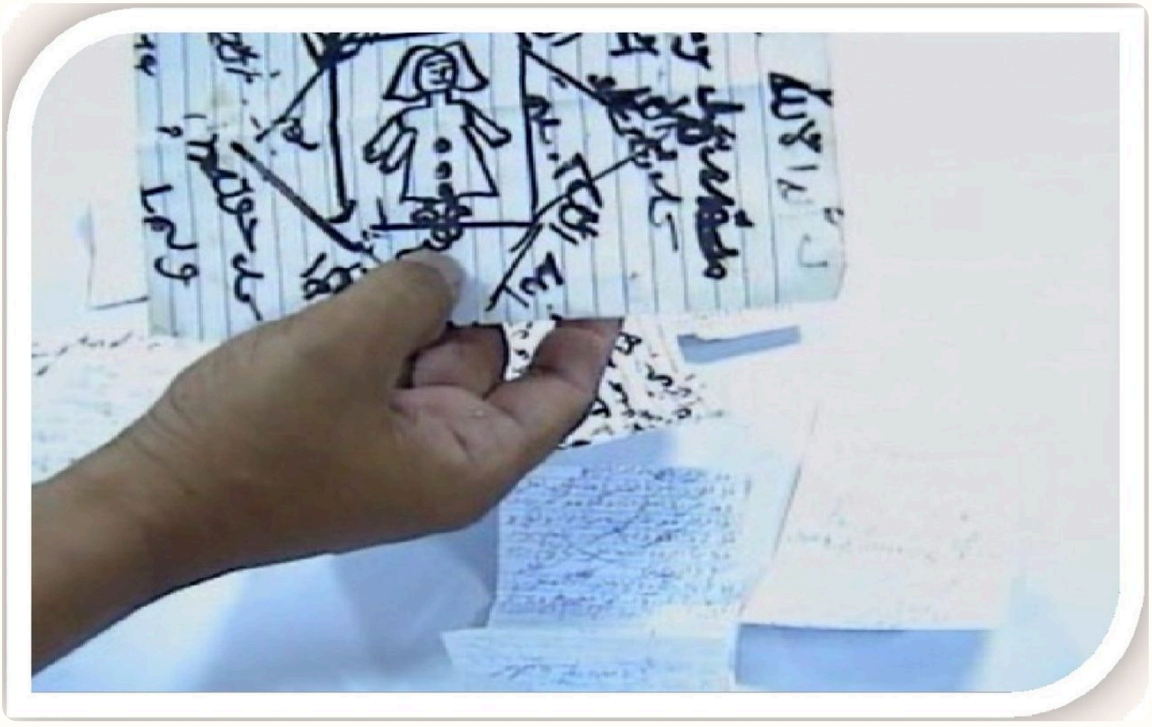
খ্রিস্টান গৃহকর্মীর জাদু (سحر الخادمة النصرانية)



সে ছিল ফিলিপাইনের অধিবাসী; বছরের পর বছর ধরে এক নেককার নারীর কাছে কাজ করত। কিন্তু সে এই কাগজগুলো দিয়ে তার উপর জাদু করেছিল — যেগুলো তার নিজের কাছেই পাওয়া যায়।



আমরা যখন সেগুলো খুলে ভেতরে কী আছে দেখে ফেললাম, তখন অস্বীকার করার আর কোনো পথ তার রইল না।



এটি ছিল সুস্পষ্ট জাদু — সে নিজের মনিবের ছবি এঁকেছিল এবং জাদুর লেখা লিখেছিল; সে তা স্বীকারও করেছে। আর সে স্বীকার করেছে যে এটি ছিল চুরি, ব্ল্যাকমেল ও মনিবকে রোগগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে — অথচ মনিব তার সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করেছিলেন।



আর আমরা যা কিছু পেয়েছি সবই নষ্ট করে ফেলেছি — এমনকি সেই খাতাটিও, যা জাদু করার নানা পদ্ধতিতে ভরা ছিল।

বদনজর ও হিংসার সঙ্গে যুক্ত জাদু (سحر مقرون بالعين والحسد)



এটিও ছিল এক ইন্দোনেশীয় গৃহকর্মীর কাছে। তারা তার ব্যাপারে সন্দেহ করার পর তল্লাশি চালায় এবং এই জাদুর কাজগুলো খুঁজে পায়।



তারা সেগুলো নষ্ট করার জন্য আমাদের কাছে নিয়ে আসে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কাগজটির ভেতরে যা ছিল সেটি।



সেটি বাতিল করার জন্য আমরা পঠিত পানিতে রেখে দিলাম।



আর খুলে দেখলাম — সম্পদের উপর জাদু ও হিংসা, দারিদ্র্য ও ক্ষতির উদ্দেশ্যে।

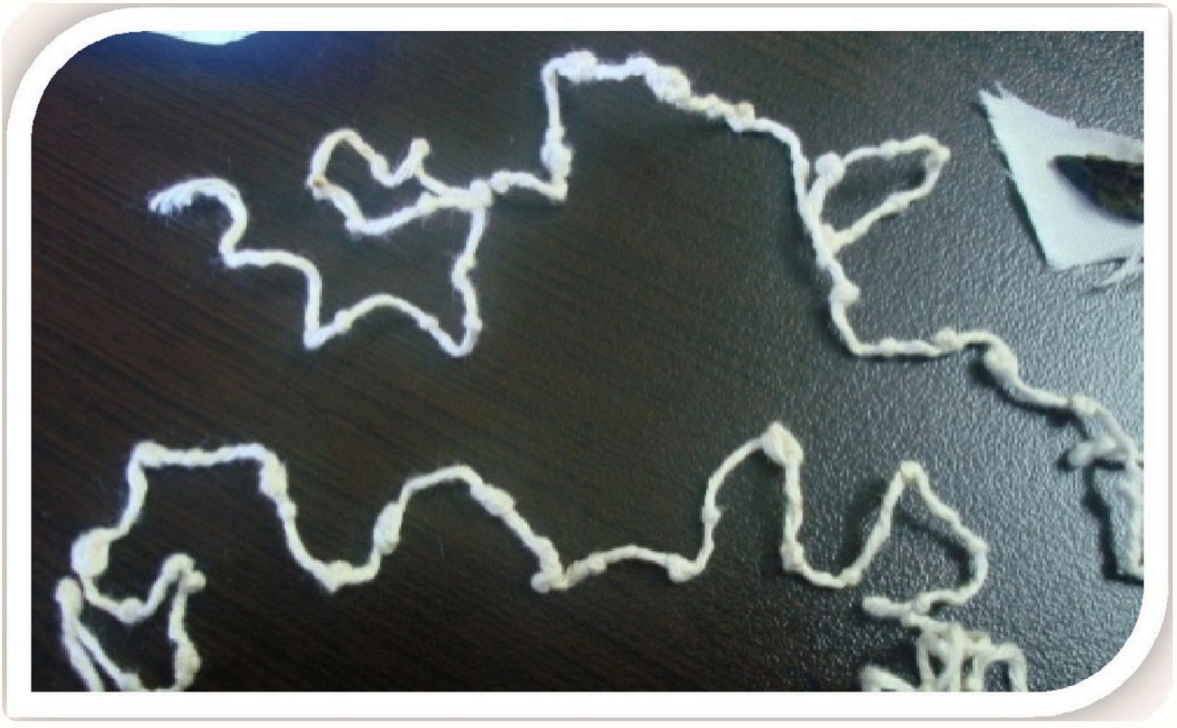
আলবেনিয়া থেকে পাওয়া জাদু (أسحار من ألبانيا)

সেই দেশে আমার সফরকালে এবং রাকী তৈরির একটি কোর্স পরিচালনার সময় আমরা চিকিৎসার জন্য একটি ছোট কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করি। মানুষ আমাদের কাছে সেসব জাদু নিয়ে আসত, যেগুলো তারা নিজেদের বাড়িতে ও জমিতে খুঁজে পেত; বরং সেগুলোর কিছু কিছু ছিল তাবিজের আকারে, যেগুলোর ভেতরে জাদু ভরা থাকত। প্রায় দেড় মাসের মধ্যে আমরা এর মধ্য থেকে প্রায় তিনশত জাদুর কাজ বাতিল করি। এখানে তারই কিছু ছবি দেওয়া হলো।





গিঁট, যেগুলোর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭টিতে — জাদুর গিঁট। কেউ কেউ যেমন মনে করেন যে জাদুর গিঁট ১১টির বেশি হয় না, ব্যাপারটি তেমন নয়।











আর সর্বত্রই মানুষের একে অপরের ক্ষতি করা থেমে থাকে না।

এই অংশের ঘটনা-সূচি

- [ ] স্ত্রীর করা জাদু, স্বামীর বিরুদ্ধে — শেষাংশ
- [ ] তালার জাদু
- [ ] স্ত্রীকে বশ করার জাদু
- [ ] খ্রিস্টান গৃহকর্মীর জাদু
- [ ] বদনজর ও হিংসার সঙ্গে যুক্ত জাদু
- [ ] আলবেনিয়া থেকে পাওয়া জাদু

অধ্যায়ের শিরোনাম অনুযায়ী ক্রম

এক নজরে

- ★ পাওয়া জিনিস পঠিত পানিতে রেখে বাতিল করা হয়েছে
- ★ আয়াত পড়া পানিতে রেখে ও লেখা মুছে ফেলা হয়েছে — বর্ণনা অনুযায়ী
- ★ সব আরোগ্য আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায়
- ★ আলবেনিয়ায় রাকী তৈরির কোর্সের সময় ছোট চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপিত
- ★ লেখকের শেষ কথা: মানুষের একে অপরের ক্ষতি করা থামে না

যাচাই করুন

1. তালার ঘটনায় পাওয়া জিনিস বাতিলের জন্য কোথায় রাখা হলো?

ক. পঠিত পানিতে (রুকইয়াহ পড়া পানি) | খ. শুকনো জায়গায়

2. স্ত্রীকে বশ করার ঘটনায় জাদুর কাগজ কীভাবে নষ্ট করা হলো?

ক. জাদুর আয়াত পড়া পানিতে রেখে ও লেখা মুছে ফেলে | খ. ফেলে রেখে

3. আলবেনিয়ায় লেখক কী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

ক. চিকিৎসার জন্য একটি ছোট কেন্দ্র | খ. একটি বড় মাদরাসা

4. আলবেনিয়ায় প্রায় দেড় মাসে কতটি জাদুর কাজ বাতিল করা হয়?

ক. প্রায় তিনশত | খ. মাত্র কয়েকটি

উত্তর: ১-ক, ২-ক, ৩-ক, ৪-ক

[মূল গ্রন্থে এই পৃষ্ঠাটি সম্পূর্ণ খালি]

সূচিপত্র (فهرس المحتويات)

[মূল গ্রন্থের এই পৃষ্ঠায় আরবি সূচিপত্র — ইহদা (উৎসর্গ) থেকে শুরু করে "আলবেনিয়া থেকে পাওয়া জাদু" পর্যন্ত প্রতিটি শিরোনাম ও তার পৃষ্ঠা-সংখ্যা। হুবহু অনুবাদ করা হয়নি; বাংলা সংস্করণের নিজস্ব সূচিপত্রই এর স্থলাভিষিক্ত]

[মূল গ্রন্থে এই পৃষ্ঠাটি সম্পূর্ণ খালি — বইয়ের শেষ পৃষ্ঠা]

অধ্যায় ৩ সমাপ্ত



আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে

রাক্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464